(একই স্মারক ও তারিখে স্থলাভিষিক্ত হবে)

নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতি জরুরি

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নম্বর-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০০৩.২৫(অংশ-৪)-৫০

তারিখ: ০৫ মাঘ ১৪৩২ / ১৯ জানুয়ারি ২০২৬

পোস্টাল ব্যালট নমুনা, ব্যালট গ্রহণ, সংরক্ষণ ও গণনা সংক্রান্ত বিশেষ পরিপত্র

বিষয় : পোস্টাল ব্যালট এর নমুনা, রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে পোস্টাল ব্যালট প্রাপ্তির পর করণীয় এবং পোস্টাল ব্যালট গণনা সংক্রান্ত নির্দেশনা স্পষ্টীকরণ।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ২৭ অনুসারে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এবং গণভোট অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর ধারা ১৭ এর বিধান অনুসারে গণভোটে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের বিধান রয়েছে। পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগযোগ্য ভোটার, ভোটদান প্রক্রিয়া, ভোটগণনা ও এতদসংক্রান্ত অন্যান্য কার্যক্রমের বিষয়ে ইতোপূর্বে পরিপত্র জারী করা হয়েছে। এতদবিষয়ে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ অধিকতর স্পষ্টীকরণ করা হলোঃ

১। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পোস্টাল ব্যালট ও ভোট প্রদান পদ্ধতিঃ পোস্টাল ব্যালটে ভোটিং প্রক্রিয়ায় প্রবাসে অবস্থানরত ভোটারগণের (OCV) ভোট প্রদানের জন্য মুদ্রিত ব্যালট পেপারে (ফরম-৭) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত সকল প্রতীক মুদ্রিত থাকবে, প্রার্থীর নাম মুদ্রিত থাকবে না। উক্ত ব্যালটে প্রতীকের পাশে ফাঁকা ঘর থাকবে, ভোটার ফাঁকা ঘরে টিক বা ক্রস চিহ্ন দিবেন। এছাড়া দেশে অবস্থানরত পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানযোগ্য ভোটারগণের (ICPV) জন্য মুদ্রিত ব্যালটে (ফরম-৭ক) সংশ্লিষ্ট আসনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নাম ও প্রতীক উভয়ই মুদ্রিত থাকবে। উক্ত ব্যালটে নাম ও প্রতীকের সাথে ফাকা ঘর থাকবে, ভোটার ফাঁকা ঘরে টিক বা ক্রস চিহ্ন দিবেন (ব্যালটের নমুনাঃ-ফরম-৭ ও ফরম-৭ক সংযুক্ত)। ফাকা ঘরে টিক বা ক্রস ব্যতিত অন্য কোন চিহ্ন প্রদান করা যাবে না।

২। ডাকযোগে প্রাপ্ত পোস্টাল ব্যালট সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যালট বাক্স: পোস্টাল ব্যালটে ভোট প্রদানের নিমিত্ত ডেভেলপকৃত সফটওয়্যারে রিটার্নিং অফিসার লগইন করার পর সংশ্লিষ্ট সংসদীয় আসনের পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রদানের জন্য নিবন্ধনকৃত ভোটার সংখ্যা ও প্রদত্ত ভোটের সামগ্রিক চিত্র দেখতে/জানতে পারবেন। পোস্টাল ভোটের জন্য নিবন্ধনকৃত ভোটার সংখ্যার উপর ভিত্তি করে প্রতিটি আসনের জন্য সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার প্রতি ৪০০ (চারশত) ব্যালটের খামের জন্য ১ টি ব্যালট বাক্স ব্যবহার করবেন। প্রত্যেক ব্যালট বাক্সের উপর আসনের নম্বর ও নাম সম্বলিত স্টিকার যুক্ত করবেন।

৩। ব্যালট বাক্স বন্ধকরণ: প্রতীক বরাদ্দের পর হতে অর্থাৎ আগামী ২১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখের পর হতে পোস্টাল ব্যালটসমূহের খাম রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে পৌছানো শুরু হবে। এলক্ষ্যে প্রতীক বরাদ্দের দিন বা তার পরের দিন পোস্টাল ব্যালট সংরক্ষণের জন্য ব্যালট বাক্স প্রস্তুত রাখতে হবে। পোস্টাল ব্যালট সংক্রান্ত কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য ব্যালট বাক্স বন্ধ (লক) করার আগে প্রার্থী বা তার নির্বাচনী এজেন্টকে উপস্থিত থাকার জন্য দিন ও সময় উল্লেখ করে রিটার্নিং অফিসার লিখিত অনুরোধ করবেন। নির্ধারিত দিনে উপস্থিত সকলের উপস্থিতিতে প্রত্যেক আসনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ব্যালট বাক্সের

প্রত্যেকটিতে চারটি করে সিল/লক লাগাবেন। সিল/লক লাগানোর পূর্বে প্রত্যেকটি বাক্স ও সিল/লক এর নম্বর উচ্চস্বরে পাঠ করবেন এবং উপস্থিত প্রার্থী বা নির্বাচনি এজেন্টকে তা লিপিবদ্ধ করতে বলবেন। কোন ব্যালট বাক্স পোস্টাল ব্যালট দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেলে উক্ত ব্যালট বাক্সের ঢাকনাটি পঞ্চম লক/সিল দিয়ে বন্ধ করে তা নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে। গণনার দিন উপস্থিত প্রার্থী বা নির্বাচনি এজেন্ট বা পোলিং এজেন্ট প্রত্যেক বাক্স খোলার পূর্বে বাক্স ও লকের নম্বর মিলিয়ে নিবেন এবং প্রত্যয়ন প্রদান করবেন। এছাড়া রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক আসনের পোস্টাল ব্যালটের জন্য নির্ধারিত প্রতিটি বাক্সের নম্বর ও বাক্স বন্ধ করার জন্য ব্যবহৃত সিল/লক এর নম্বর উল্লেখ করে একটি নোটিশ তার কার্যালয়ে টাঙ্গিয়ে দিবেন।

৪। **ভোটার কর্তৃক QR কোড স্ক্যান না করা হলে:** প্রত্যেক ভোটারকে প্রেরিত ভোটদান নির্দেশিকা অনুযায়ী পোস্টাল ব্যালটের খাম প্রাপ্তির পরপরই ভোটারগণ Postal Vote BD মোবাইল অ্যাপ এ লগইন করে খামের উপর প্রদত্ত QR কোডটি স্ক্যান করবেন। স্ক্যানের ক্ষেত্রে ভোটারের Liveliness যাচাইয়ের প্রয়োজন হবে। এতে ভোটার যে ব্যালট পেপারটি হাতে পেয়েছেন তা সিস্টেমে সনাক্ত হবে। কিন্তু ভোটার যদি খামের উপর QR কোড স্ক্যান না করেই ভোট প্রদান করে খাম ফেরত পাঠায় তাহলে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক তা স্ক্যানের সময় সিস্টেমে সনাক্ত হবে। ফলে উক্ত ব্যালটটি বাতিল বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে খামটি না খুলেই অন্যত্র সংরক্ষণ করবেন এবং এর হিসাব রাখতে হবে।

৫। ডাকযোগে প্রাপ্ত পোস্টাল ব্যালট পেপার সম্বলিত ফেরত খামসমূহ সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক গ্রহণ ও সংরক্ষণ: ডাক বিভাগ হতে প্রাপ্ত পোস্টাল ব্যালটসমূহ গ্রহণ ও সংরক্ষণের জন্য রিটার্নিং অফিসার একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করবেন। এছাড়া ডাক বিভাগ হতে প্রাপ্ত পোস্টাল ব্যালটসমূহ স্ক্যানিংসহ অন্যান্য কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সহযোগিতা করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সাপোর্টিং স্টাফ নিয়োগ দিবেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ডাকযোগে পোস্টাল ব্যালটের খামসমূহ প্রাপ্তির পর তার খামের উপর প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করবেন। তবে কোন কোন দেশের জাতীয় পোস্টাল সংস্থার ব্যবস্থাপনা নীতি অনুযায়ী পোস্টাল ব্যালটের ফেরত খামটি অন্য কোন খাম/দ্রব্যাদি দ্বারা আবৃত করে পাঠানো হতে পারে। সেক্ষেত্রে উপরিভাগে আবৃত খাম/ দ্রব্যাদি অপসারণ করে পোস্টাল ব্যালটের ফেরত খামের উপর প্রদত্ত QR কোড স্ক্যান করতে হবে। এরপর আসনভিত্তিক নির্ধারিত ব্যালট বাক্সে খামসমূহ নিরাপত্তার সাথে সংরক্ষণ করবেন। QR কোড স্ক্যান করার মাধ্যমে ফরম-১২ আকারে পোষ্টাল ব্যালট বিতরণ ও প্রাপ্তির আসনভিত্তিক তালিকা সফটওয়্যার হতে জেনারেট হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রতিদিন সফটওয়ার হতে জেনারেটকৃত ফরমে স্বাক্ষরপূর্বক সংরক্ষণ করবেন। এছাড়া QR কোড স্ক্যান করার সময় সফটওয়ারে QR কোড ডুপ্লিকেট হিসেবে প্রদর্শিত হলে রিটার্নিং অফিসার ব্যালটটি বাতিল করবেন। এক্ষেত্রে খামটি না খুলেই ভোটার কর্তৃক QR কোড স্ক্যান না করার কারণে বাতিল হওয়া ব্যালটের সাথে সংরক্ষণ করবেন। QR কোড স্ক্যানের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় স্ক্যানিং সরঞ্জামাদি নির্বাচন কমিশন হতে সরবরাহ করা হবে। এছাড়া রিটার্নিং অফিসার, দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারকে একটি ল্যাপটপ সরবরাহ করবেন।

OCV ডাকসমূহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের পোস্টাল ব্যবস্থাপনা বাধাগ্রস্ত হওয়ার কারণে ভোটার ফেরত খাম বাংলাদেশ দূতাবাসে প্রেরণ করলে, দূতাবাস নির্বাচন কমিশনের অনুমোদনক্রমে কেন্দ্রীয়ভাবে তা বাংলাদেশ ডাকবিভাগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্রেরণ করবে।

উল্লেখ্য যে, প্রতীক বরাদ্দের পূর্বেই যদি কোন পোস্টাল ব্যালট রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে পৌঁছায় তবে তা সাময়িক সময়ের জন্য একটি রেজিস্টারে এন্ট্রি করে নিরাপদে সংরক্ষণ করতে হবে। পরবর্তীতে পূর্বোক্ত নিয়মে QR কোড স্ক্যান করে ব্যালট বাক্সে রাখতে হবে।

৬। রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পোস্টাল ব্যালট গ্রহণের সময়সীমা: ভোট গ্রহণের দিন অর্থাৎ আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ বিকাল ৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত রিটার্নিং অফিসারের নিকট ডাকযোগে আগত পোস্টাল ব্যালটসমূহ গণনার অন্তর্ভুক্ত হবে। উক্ত সময়ের পরে প্রাপ্ত পোস্টাল ব্যালটের **খাম স্ক্যান করত:** গণনা কাযর্ক্রমের আওতায় না এনে বাতিল হিসেবে আলাদাভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

৭। **এক এলাকার পোস্টাল ব্যালট অন্য এলাকায় প্রেরণঃ** যদি কোন আসন/জেলার পোস্টাল ব্যালট ভুলক্রমে অন্য কোন জেলায় প্রেরণ করা হয়ে থাকে, তবে তা ডাক বিভাগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আসনের রিটার্নিং অফিসার বরাবর দ্রুততম সময়ে ফেরত পাঠাতে হবে। এছাড়া পোস্টাল ব্যালটের খাম স্ক্যানিং করার পর খামটি যেন ঐ সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার জন্য নির্ধারিত ব্যালট বাক্সেই রাখা হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। **এছাড়া ফেরত খামের তথ্যের সাথে QR কোড স্ক্যানের তথ্যের গড়মিল হলে QR কোড স্ক্যানের তথ্যই সঠিক বলে বিবেচিত হবে। রিটার্নিং অফিসার বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তদানুযায়ী ফেরত খামের উপর সংসদীয় আসনের নম্বর ও নাম হাতে লিখে সংশোধন করত: সংশ্লিষ্ট আসনের ব্যালট বাক্সে সংরক্ষণ করবেন।**

৮। **ঠিকানা জটিলতার কারণে অবিতরণকৃত পোস্টাল ব্যালট:** ঠিকানা জটিলতা বা অন্য কোন কারণে প্রবাসী ভোটারদের নিকট পোস্টাল ব্যালট খাম বিতরণ করা সম্ভব না হওয়ায় যেসকল পোস্টাল ব্যালট খাম দেশে ফেরত এসেছে, সেসকল অবিতরণকৃত পোস্টাল ব্যালট **খামসমূহ বাংলাদেশ ডাক বিভাগ QR কোড স্ক্যান করত: Undelivered সিল প্রদান করে আসনভিত্তিক আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখের পর নির্বাচন কমিশনে ফেরত প্রদান করবে।**

৯। গণনা কার্যক্রমের জন্য প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ: পোস্টাল ব্যালট গণনার জন্য রিটার্নিং অফিসার আসন ভিত্তিক একজন করে প্রিজাইডিং অফিসার এবং প্রাপ্ত ব্যালটের ভিত্তিতে প্রতি ৩০০ (তিনশত) ব্যালটের খামের (পোস্টাল ব্যালট) জন্য একজন করে পোলিং অফিসার ও প্রতি ১৫ জন পোলিং অফিসারকে সমন্বয়ের জন্য একজন করে সহায়ক কর্মকর্তা নিয়োগ করবেন। তবে রিটার্নিং অফিসার প্রয়োজনে পোলিং অফিসার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারবেন। এছাড়াও গণনা কাজের জন্য প্রয়োজনে গণনাকেন্দ্রে নিয়োজিত বিএনসিসি সদস্যদের সহায়তা নিতে পারবেন। নিয়োগপত্রের নমুনা এতদসংগে **সংলগ্নী-১** এ প্রেরণ করা হলো।

১০। পোস্টাল ব্যালট গণনার সময় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ: পোস্টাল ভোট গণনার সময় প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্ট/পোলিং এজেন্ট, গণমাধ্যমকর্মী, পর্যবেক্ষকগণ অন্যান্য কেন্দ্রের ন্যায় একই নীতিমালা অনুসরণে উপস্থিত থাকতে পারবেন। এক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার স্থান সংকুলানের বিষয় বিবেচনায় নিবেন। তাছাড়া রির্টানিং অফিসার কবে, কখন ও কোথায় সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী আসনের পোস্টাল ব্যালট পেপার গণনা করা হবে সে বিষয়ে প্রার্থী/ নির্বাচনী এজেন্ট কে পূর্বেই পত্র প্রেরণ করে অবহিত করবেন এবং উক্ত গণনা কার্যক্রমে প্রার্থী নিজে বা তার নির্বাচনী এজেন্ট বা তার পোলিং এজেন্টকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করবেন।

১১। পোস্টাল ব্যালট গণনা কার্যক্রম: পোস্টাল ব্যালট পেপার গণনার জন্য রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে বা অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে আসনভিত্তিক গণনা কক্ষ প্রস্তুত করতে হবে। পোস্টাল ব্যালটের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে গণনার জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করতে হবে। রিটার্নিং অফিসারের নির্দেশনা অনুযায়ী ভোট গণনার কাজে নিয়োজিত প্রিজাইডিং অফিসার, সহায়ক কর্মকর্তা ও পোলিং অফিসারগণ ভোটগণনা কেন্দ্রে হাজির হবেন। প্রিজাইডিং অফিসার গণনা শুরুর কমপক্ষে একঘন্টা আগে সহায়ক কর্মকর্তা ও পোলিং অফিসারদের কার্যক্রম সম্পর্কে ব্রিফিং প্রদান করবেন। গণনার ক্ষেত্রে-

ক) ভোটগ্রহণের দিন অর্থাৎ আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখ বিকাল ০৪.৩০ ঘটিকার পরপর-ই প্রিজাইডিং অফিসারগণ স্ব স্ব আসনের পোস্টাল ব্যালট ভর্তি বাক্সসমূহ রিটার্নিং অফিসারের নিকট হতে বুঝে নিবেন।

খ) আসন ভিত্তিক দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রিজাইডিং অফিসার তার আসনে প্রাপ্ত পোস্টাল ব্যালটের সংখ্যা/বিবরণী সম্পর্কে গণ

নার সময় উপস্থিত প্রার্থী/নির্বাচনি এজেন্ট/ পোলিং এজেন্ট, গণমাধ্যমকর্মী ও পর্যবেক্ষকগণকে বিস্তারিত জানাবেন। তারপর উক্ত আসনে পোস্টাল ব্যালট সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত সকল ব্যালট বাক্স খুলবেন। বাক্স খুলে পোলিং অফিসারগণ প্রথমে ফেরত খামসমূহ এক জায়গায় ঢালবেন তারপর এক এক করে খুলবেন।

গ) উক্ত প্রতিটি খাম খোলার পর পোস্টাল ব্যালট সম্বলিত একটি খাম (১০ক) ও ঘোষণাপত্র (ফরম-৮) পাবেন। প্রথমেই ঘোষণাপত্রটি যথাযথভাবে স্বাক্ষরযুক্ত কিনা তা পরীক্ষা করবেন। স্বাক্ষরিত ঘোষনাপত্র পাওয়া গেলে তা আলাদা করে রাখবেন এবং ব্যালট সম্বলিত খামটি না খুলেই আলাদা রাখবেন। যথাযথ স্বাক্ষরযুক্ত ঘোষণাপত্র থাকলেই কেবল জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যালট ও গণভোটের ব্যালট গণনাভুক্ত হবে। এভাবে যথাযথ স্বাক্ষরযুক্ত সকল ঘোষণাপত্র একসাথে রাখবেন এবং গণনার জন্য ব্যালট সম্বলিত সকল খাম এক জায়গায় রাখবেন।

ঘ) ফেরত খাম খোলার পর প্রাপ্ত ঘোষণাপত্রে যদি স্বাক্ষর না থাকে তবে ব্যালট সম্বলিত খাম (১০ক) খুলে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যালট ও গণভোটের ব্যালট আলাদা করবেন। প্রিজাইডিং অফিসার উভয় ব্যালট পেপারের উপর **"ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর নাই"** সীল ও অনুস্বাক্ষর দিয়ে ব্যালট দুইটি বাতিল করবেন। এরপর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পোস্টাল ব্যালট, খাম ও ঘোষণাপত্র এবং গণভোটের ব্যালট আলাদা রাখবেন।

ঙ) ফেরত খাম খোলার পর যদি ঘোষণাপত্র (ফরম-৮) পাওয়া না যায়, তাহলে ব্যালট সম্বলিত খাম (১০ক) টি খুলবেন। যদি উক্ত খামে ব্যালট পেপারের সাথে ঘোষনাপত্র পাওয়া যায় তাহলে ব্যালট পেপারের ভাঁজ না খুলে শুধুমাত্র ঘোষণাপত্রটি বের করে তা যথাযথ স্বাক্ষরযুক্ত কিনা পরীক্ষা করবেন। পরীক্ষান্তে সঠিক পাওয়া গেলে একই নিয়মে তা অন্যান্য বৈধ ঘোষনাপত্রের সাথে রাখবেন এবং ব্যালট পেপার বের না করে খামসহ তা গণনার জন্য রাখা অন্য খামসমূহের সাথে রাখবেন। যদি ব্যালট সম্বলিত খাম (১০ক) এ ঘোষনাপত্র না পাওয়া যায় তবে পূর্বের নিয়মে প্রিজাইডিং অফিসার উভয় ব্যালট পেপারের উপর **"ঘোষণাপত্র নাই"** সীল ও অনুস্বাক্ষর দিয়ে ব্যালট দুইটি বাতিল করবেন। এরপর উক্ত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পোস্টাল ব্যালট ও গণভোটের পোস্টাল ব্যালট বাতিল ব্যালটের সাথে রাখবেন এবং খামটি অন্যান্য খামের সাথে আলাদা রাখবেন।

চ) যথাযথ স্বাক্ষরযুক্ত সকল ঘোষণাপত্র একসাথে নির্ধারিত একটি খামে রাখবেন এবং খামের উপর সংখ্যা উল্লেখ করবেন। পোলিং অফিসারগণ সঠিক ঘোষণাপত্র থাকা সকল ব্যালট সম্বলিত খামসমূহ খুলে জাতীয় সংসদ ও গণভোটের ব্যালটসমূহ আলাদা করবেন। অতঃপর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যালটসমূহ প্রার্থী ভিত্তিক এবং গণভোটের ব্যালটসমূহ "হ্যাঁ" বা "না" ভিত্তিক আলাদা করবেন এবং গণনা করবেন। **উল্লেখ্য, যথাযথ স্বাক্ষরযুক্ত ঘোষণাপত্র সম্বলিত খামে দুই ধরণের ব্যালট প্রদান না করে জাতীয় সংসদ নির্বাচন বা গণভোট এর যেকোন একটি ব্যালট প্রদান করলেও তা বৈধ বলে গণ্য হবে এবং তা গণনা করতে হবে।** এক্ষেত্রে উপস্থিত এজেন্টগণকে বিষয়টি অবগত করতে হবে এবং জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যালট অথবা গণভোট এর ব্যালটের মধ্যে যেটি পাওয়া যায়নি তার সংখ্যাগত তথ্যের খসড়া লিপিবদ্ধ রাখতে

হবে। গণনা কার্যক্রম শেষে না পাওয়া ব্যালটের সংখ্যা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গণভোটের ফলাফল বিবরণী (ফরম-৪) ও জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল বিবরণী (ফরম-১৬ক) এর নিচে **অপ্রাপ্ত ব্যালট সংখ্যা** মর্মে নোট আকারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

ছ) বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ঘোষণাপত্রে ভোটদাতার নাম, এনআইডি নম্বর ও ভোটারের স্বাক্ষর প্রদানের বিধান রয়েছে। তবে কোন ঘোষণাপত্রে ভোটাদাতার নাম ও এনআইডি নম্বর উল্লেখ না করে শুধুমাত্র স্বাক্ষর করলেও তা বৈধ মর্মে গণ্য হবে। কোন ঘোষণাপত্রে ভোটারের নাম বা এনআইডি নম্বর বা উভয় উল্লেখ থাকলেও যদি ভোটদাতার স্বাক্ষর না থাকে তবে ব্যালটটি বাতিল বলে গণ্য হবে। একই বিষয় সত্যয়নকারীর জন্যও প্রযোজ্য হবে।

জ) রিটার্নিং অফিসার **"ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর নাই"** ও **"ঘোষণাপত্র নাই"** লেখা সম্বলিত সীল প্রস্তুতপূর্বক পোস্টাল ব্যালট গণনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রিজাইডিং অফিসারগণকে সরবরাহ করবেন।

১২। অবৈধ ও গণনা বহির্ভূত ব্যালটঃ বৈধ ব্যালট পেপারসমূহ জাতীয় সংসদের ক্ষেত্রে প্রার্থীভিত্তিক এবং গণভোটের ক্ষেত্রে হ্যাঁ/না ভিত্তিক আলাদা করার পর তা গণনা করতে হবে। তবে ইস্যুকৃত পোস্টাল ব্যালট, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে, প্রিজাইডিং অফিসার কোন প্রার্থীর অনুকুলে গণনা করবেন না:

(ক) খামের মধ্যে ঘোষণাপত্র না থাকলে

(খ) ঘোষণাপত্রে ভোটারের স্বাক্ষর না থাকলে

(গ) একাধিক প্রতীকে টিক বা ক্রস চিহ্ন দেওয়া হলে;

(ঘ) কোন প্রতীকে টিক বা ক্রস চিহ্ন দেওয়া না হলে;

(ঙ) এমনভাবে টিক বা ক্রস চিহ্ন দেওয়া হয়েছে যে ভোটটি কোন প্রার্থী/প্রতীকের পক্ষে দেওয়া হয়েছে তা যুক্তিসঙ্গতভাবে নিশ্চিত করা যায় না;

(চ) OCV এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আসনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের প্রতীক ব্যতিত অন্য প্রতীকে টিক বা ক্রস চিহ্ন দেওয়া হলে।

(ছ) ব্যালট পেপারে টিক বা ক্রস চিহ্ন ব্যতিত অন্য কোন চিহ্ন প্রদান করা হলে ।

গণনার সময় উপর্যুক্ত কারণে ঘোষিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট এর অবৈধ বা বাতিল ব্যালট পেপারসমূহ একত্রে একটি নির্ধারিত খামে (জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্যাকেট-২ এবং গণভোটের প্যাকেট-২) রেখে খামের উপর সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে। এছাড়া মোট অবৈধ বা বাতিল ব্যালটের সংখ্যা ফলাফল বিবরণীর নির্ধারিত স্থানে লিপিবদ্ধ করে ফলাফল বিবরণী প্রস্তুত করতে হবে।

১৩। কতিপয় ক্ষেত্রে পোস্টাল ব্যালট গণনায় অন্তর্ভুক্ত না করাঃ কোন আসনের পোস্টাল ব্যালট ধারা ৩৭-এর অধীনে ভোট গণনা শুরুর আগে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার এর নিকট না পৌছালে উক্ত পোস্টাল ব্যালট গণনার অন্তর্ভুক্ত হবে না। এছাড়া গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের অনুচ্ছেদ ২৭ এর দফা (১০)(ঙ) অনুসারে প্রাসংগিক সময়ে (Relevant Time) কোন আদালতের আদেশে যদি কোন নির্দিষ্ট নির্বাচনি আসনের প্রার্থী তালিকায় পরিবর্তন ঘটে তাহলে উক্ত আসনের সকল পোস্টাল ব্যালট বাতিল হবে। ("প্রাসংগিক সময়" বলতে মোট পাঁচদিন তথা ভোটগ্রহণের দিনসহ পূর্ববর্তী ০৪ দিন সময়কে বোঝাবে)। এই হিসেবে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এর জন্য প্রাসংগিক সময় বলতে ০৮ ফেব্রুয়ারি ও তৎপরবর্তী সময়কে

বুঝাবে। তথা, ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে পরিবর্তী সময়ে আদালতের রায়ে প্রার্থী তালিকায় পরিবর্তন ঘটলে সংশ্লিষ্ট আসনের সকল পোস্টাল ব্যালট বাতিল মর্মে গণনার বাহিরে থাকবে। উপর্যুক্ত কারণে বাতিল ব্যালটগুলো QR কোড ডুপ্লিকেট হওয়ার কারনে এবং ভোটার কর্তৃক পোস্টাল ব্যালট পাওয়ার পর খামের QR কোড স্ক্যান না করার কারনে বাতিল হওয়া ব্যালটের খামের সাথে আলাদাভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং তার হিসাব প্রকাশ করতে হবে।

১৪। ভোটগণনার বিবরণী প্রস্তুত, প্রকাশ ও সরবরাহ:

(ক) প্রিজাইডিং অফিসার পোস্টাল ব্যালট পেপার গণনা শেষ হলে সাধারণ ভোটকেন্দ্রের ন্যায় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল ফরম-১৬ক তে এবং গণভোটের ফলাফল ফরম-৪ এ লিপিবদ্ধ করে এর কপি প্রকাশ করবেন এবং গণনার সময় উপস্থিত প্রার্থী/ নির্বাচনি এজেন্ট/ পোলিং এজেন্টকে সরবরাহ করবেন;

(খ) রিটার্নিং অফিসার, তার অধীন সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণ কর্তৃক প্রেরিত সাধারণ ভোটকেন্দ্রের ফলাফলের পাশাপাশি পোস্টাল ব্যালটে প্রাপ্ত ভোটের হিসাব ঘোষণা ও অন্যান্য কেন্দ্রের ফলাফলের সাথে একত্রিকরণ করে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য (ফরম-১৮) তে এবং গণভোটের জন্য (ফরম-৭) এ চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করবেন;

(গ) পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে প্রাপ্ত ভোটের হিসাব একীভূত না করে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা যাবে না।

১৫। গণনা পরবর্তী পোস্টাল ব্যালট ও আনুষঙ্গিক কাগজ-পত্রাদি হেফাজতকরণ: প্রিজাইডিং অফিসার গণনা কার্যক্রম শেষ হলে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন ফরম ও দলিলাদি নিম্নলিখিত প্যাকেটে রেখে প্যাকেটের মুখ বন্ধ করবেনঃ

ক) জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্যঃ

ক্রমিক	ফরম/ দলিলাদি	যে প্যাকেটে রাখতে হবে
১	প্রতিদ্বন্দ্বি প্রার্থীদের পক্ষে প্রদত্ত বৈধ ব্যালট (ফরম-৭ ও ৭ক)	প্যাকেট-১
২	অবৈধ হিসেবে বাতিলকৃত ব্যালট (ফরম-৭ ও ৭ক)	প্যাকেট-২
৩	প্যাকেট-১ ও প্যাকেট-২ রাখার প্যাকেট	প্যাকেট-৩
৪	পোস্টাল ব্যালট পেপারের রেজিস্টার (ফরম-১২)	প্যাকেট-৯
৫	ফলাফল বিবরণী (ফরম-১৬ক)	প্যাকেট-১৪
৬	ফেরত খাম (ফরম-১০ ও ফরম-১০খ)	প্যাকেট-১৬
৭	স্বাক্ষরযুক্ত ঘোষণাপত্রসমূহ (ফরম-৮)	প্যাকেট-১৬
৮	ঘোষণাপত্রে ত্রুটির কারণে বাতিলকৃত ঘোষণাপত্র	প্যাকেট-১৬
৯	খাম (ফরম-১০ক)	প্যাকেট-১৬
১০	ভোটার কর্তৃক QR কোড স্ক্যান বিহীন প্রেরিত ব্যালটসহ খাম	প্যাকেট-১৬

খ) গণভোটের জন্যঃ

ক্রমিক	ফরম/ দলিলাদি	যে প্যাকেটে রাখতে হবে
১	"হ্যাঁ" বা "না" সূচক বৈধ ব্যালট পেপার	প্যাকেট-১
২	অবৈধ বা গণনা হতে বাদ দেওয়া ব্যালট পেপার	প্যাকেট-২
৩	ফলাফল বিবরণী (ফরম-৪)	প্যাকেট-৬

সকল প্যাকেটের মুখ বন্ধ করে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের জন্য প্রদত্ত আলাদা হেসিয়ান ব্যাগে রাখবেন। সকল ফরম ও প্যাকেট হেসিয়ান ব্যাগে রেখে সবশেষে ব্যাগের মুখটি ভালোভাবে আটকিয়ে তা সীলগালা করে সংরক্ষণ করবেন। এক্ষেত্রে একাধিক হেসিয়ান প্রয়োজন হলে রিটার্নিং অফিসার তা সরবরাহ করবেন। প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট হতে সিলগালাকৃত হেসিয়ান ব্যাগ বুঝে নিয়ে রিটার্নিং অফিসার তা সংশ্লিষ্ট আসনের অন্যান্য কেন্দ্রের হেসিয়ান ব্যাগের সাথে এক জায়গায় সংরক্ষণ করবেন। এক্ষেত্রে অবশ্যই হেসিয়ান ব্যাগের উপর "নির্বাচনের নাম" লিখে "পোস্টাল ব্যালট কেন্দ্র" শব্দটি লিখতে হবে। জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে ব্যবহারের জন্য আলাদা আলাদা খাম/প্যাকেট এবং হেসিয়ান ব্যাগ ও গানিব্যাগ সরবরাহ করা হবে। যদি ব্যবহারের সময় কোন নির্ধারিত খাম বা প্যাকেট কম পড়ে তাহলে অতিরিক্ত হিসেবে থেকে যাওয়া অন্য খাম/প্যাকেট এক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে। তবে কি কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে তা খাম/ প্যাকেটের উপর হাতে লিখতে হবে।

১৬। সাধারণ নির্দেশনাঃ ভোট গণনার সময় গণনা কক্ষে উপস্থিত ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রিজাইডিং অফিসার ও সহায়ক কর্মকর্তা ব্যতিত অন্য কোন ব্যক্তি (যেমন- পোলিং অফিসার, পোলিং এজেন্ট, সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষক প্রভৃতি) মোবাইল ফোন, কলম বা অন্যকোন ডিভাইস সংগে রাখতে পারবে না। তবে সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকগণ কাজের প্রয়োজনে পেন্সিল সাথে রাখতে পারবেন।

এছাড়া গণনাকেন্দ্র সার্বক্ষণিক সিসিটিভির আওতাভুক্ত রাখতে হবে ও গণনাকেন্দ্রে সার্বক্ষণিক বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনে জেনারেটরের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৭। ইতোপূর্বে পোস্টাল ব্যালট এর বিষয়ে জারিকৃত পরিপত্রে উল্লিখিত অন্যান্য বিষয়াদি বহাল থাকবে।

২৯/০২/২০২৬
(মোঃ শহিদুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-১ শাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৬১০
E-mail: sasemc1@gmail.com

বিতরণঃ
১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম ও রিটার্নিং অফিসার
২। আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা ও রিটার্নিং অফিসার
৩। জেলা প্রশাসক (সকল) ও রিটার্নিং অফিসার

নম্বর-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০০৩.২৫(অংশ-৪)-৫০

তারিখ: ০৫ মাঘ ১৪৩২ / ১৯ জানুয়ারি ২০২৬

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

২. প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৪. প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা
৫. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৬. সচিব, আপন বিভাগ/জনবিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা।
৭. সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৮. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‍্যাব/কোস্টগার্ড/এনটিএমসি/ডিজিএফআই/এনএসআই, ঢাকা
৯. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১০. মহাপরিচালক, ডাক অধিদপ্তর, ঢাকা।
১১. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১২. বিভাগীয় কমিশনার, (সকল)
১৩. পুলিশ কমিশনার, মেট্রোপলিটন পুলিশ (সকল)
১৪. উপমহাপুলিশ পরিদর্শক, (সকল রেঞ্জ)
১৫. প্রকল্প পরিচালক, আইডিইএ (২য় পর্যায়) প্রকল্প, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৬. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৭. কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা
১৮. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৯. আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, (সকল)
২০. মহাব্যবস্থাপক, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি), বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
২১. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ]
২২. পুলিশ সুপার, (সকল)
২৩. উপসচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সকল)
২৪. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, (সকল)
২৫. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [উক্ত বিষয়ে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি জারি করার অনুরোধসহ]
২৬. আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, ...(সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার।
২৭. ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার, ...(সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার।
২৮. .... সহকারী রিটার্নিং অফিসার (সংশ্লিষ্ট)
২৯. জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, (সকল)
৩০. জেলা তথ্য অফিসার, (সকল)
৩১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, (সকল) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
৩২. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার-এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩৩. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব .... এর একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩৪. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
৩৫. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব .... (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৩৬. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার,......................... (সংশ্লিষ্ট) ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
৩৭. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার (সকল)
৩৮. অফিসার ইন-চার্জ, (সকল)

২৯/০১/২০২৬
(মোঃ শহিদুল ইসলাম)
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-১ শাখা

[১]ফরম-৭

[বিধি ১০(৩ক), ১১(১), ১১(৪), ১১(৬), ১২(২) ও ১২ক(৫),দ্রষ্টব্য]

পোস্টাল ব্যালট পেপার

বিধি ৯(১) উল্লেখিত স্থগিতকৃত রাজনৈতিক দলের প্রতীক ব্যতিত সকল প্রতীক সংবলিত পোস্টাল ব্যালট পেপার

পোস্টাল ব্যালট পেপার
ক্রমিক.................
জাতীয় সংসদ নির্বাচন
নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নামঃ ....
প্রতীক প্রতীক ☐ ☐
প্রতীক প্রতীক ☐ ☐
প্রতীক না ☐ ☐ (একটি প্রতীকের বিপরীতে সঠিকভাবে টিক অথবা ক্রস চিহ্ন দিতে হবে।)
স্বাক্ষর নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

১. এস আর ও নং ৪৭১- আইন/২০২৫, তারিখঃ ১২.১২.২০২৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত

"ফরম-৭ক

[বিধি ১০(১), ১০(৩ক), ১১(৬) ও ১২ক(৫) দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন
পোস্টাল ব্যালট পেপার

পোস্টাল ব্যালট পেপার		
জাতীয় সংসদ নির্বাচন নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম:............................		ক্রমিক ....
নাম	প্রতীক	☐
নাম	প্রতীক	☐
নাম	প্রতীক	☐
নাম	প্রতীক	☐
নাম	প্রতীক	☐
নাম	প্রতীক	☐
প্রতীকের পাশে ফাঁকা ঘরে সঠিকভাবে (√) টিক অথবা (×) ক্রস চিহ্ন দিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে হবে।		
স্বাক্ষর নাম ও পদবী : নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা		

।"।

<u>পোস্টাল ভোট গণনার জন্য কর্মকর্তা নিয়োগের নমুনা</u>

সংলগ্নী -১

রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়

....

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট-২০২৬ উপলক্ষে পোস্টাল ব্যালট গণনার জন্য প্রিজাইডিং অফিসার, সহায়ক কর্মকর্তা এবং পোলিং অফিসারদের নিয়োগপত্র

জেলার নামঃ .... নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নামঃ..

ভোটকেন্দ্রের নম্বর, নাম ও অবস্থানঃ ....

ভোটকেন্দ্রের ধরণ: পোস্টাল ব্যালট (OCV ও ICPV) গণনাকেন্দ্র মোট ভোটার সংখ্যা:................................

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৩৭ক এর দফা ২ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আমি.. (নাম ও মূল পদবি), ও রিটার্নিং অফিসার...................... (নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম) নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণকে উপরোল্লিখিত পোস্টাল ভোটকেন্দ্রে ডাকযোগে প্রাপ্ত ব্যালট গণনার জন্য এতদ্বারা প্রিজাইডিং অফিসার এবং প্রিজাইডিং অফিসারকে সহায়তা প্রদানের জন্য সহায়ক কর্মকর্তা এবং পোলিং অফিসার নিয়োগ করলাম:

প্রিজাইডিং অফিসারের নাম, পদবি, প্রতিষ্ঠানের নাম ও মোবাইল নম্বর	সহায়ক কর্মকর্তার নাম, পদবি, প্রতিষ্ঠানের নাম ও মোবাইল নম্বর	পোলিং অফিসারের নাম, পদবি, প্রতিষ্ঠানের নাম ও মোবাইল নম্বর	সহায়ক কর্মকর্তার নাম যিনি প্রিজাইডিং অফিসারের অনুপস্থিতিতে প্রিজাইডিং অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন
১	২	৩	৪
	১।	১।	
		২।	
	২।	১।	
		২।	
	৩।	১।	
		২।	
	৪।	১।	
		২।	

রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষর
ও
নাম, পদবি সম্বলিত সিল মোহর

তারিখঃ........................

....

প্রাপ্তি স্বীকার ও অংগীকারনামা

(এই অংশটুকু রিটার্নিং অফিসারকে ফেরত দিতে হইবে)

আমি...উপরে বর্ণিত নিয়োগ গ্রহণ করিয়া অংগীকার করিতেছি যে, আমি আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব সর্বপ্রকার দলীয়/ গোষ্ঠীয়/ ধর্মীয় প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিয়া সততা ও ন্যায় নিষ্ঠার সাথে পালন করিব। আমি অবগত আছি যে, দায়িত্ব সম্পাদনে কোন ব্যত্যয়ের জন্য গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের ১৫৫ নং আইন) ও নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ এবং নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৩ নং আইন) এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন অনুযায়ী দায়ী থাকিব।

ভোটকেন্দ্রের নম্বর ও নামঃ..

তারিখঃ..........................

....
প্রিজাইডিং অফিসার/সহায়ক কর্মকর্তা/পোলিং অফিসারের
স্বাক্ষর, নাম ও পদবি
জাতীয় পরিচিতি নম্বর এবং মোবাইল নম্বরঃ